রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম রহড়ায়

ছ' শো অনাথ, প্রান্তিক, আদিবাসী বালকদের পাশে দাঁড়ান

- **'এইসব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা' – রবীন্দ্রনাথ ।**
- **'লোকে যাকে ভ্রমবশতঃ মানুষ বলে থাকে আমি সেই নারায়ণেরই সেবকমাত্র'– স্বামী বিবেকানন্দ ।**
- **'মাটির প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীবন্ত মানুষে হয় না'**

- শ্রীরামকৃষ্ণ ।

বাংলা ১৯৫০ সন –এর মন্বন্তরের সময় থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠের শাখা প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া, ৩৭ জন অনাথ বালককে নিয়ে শুরু করে এই প্রয়াস । সাল ১৯৪৪, ১ লা সেপ্টেম্বর । তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান এই কাজে নিবেদিত প্রাণ। ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী বালকদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে বড় করা হচ্ছে যাতে তারা একজন সৎ ও শিক্ষিত নাগরিক হিসাবে সমাজেও কিছু প্রতিদান রাখতে পারে । ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই কাজে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । ছাত্রদের মাথাপিছু প্রতিমাসে ন্যূনতম খরচ ৩২৫০ টাকা, যার মধ্যে রয়েছে দৈনিক খাবার, জল, বিদ্যুৎ, জামাকাপড়, টিফিন, লেখাপড়া, খেলাধূলা, চিকিৎসা । সরকারি অনুদান পাওয়া যায় মাথাপিছু মাসে মাত্র ১৬০০ টাকা, ফলে ঘাটতি বেড়েই চলেছে । সরকারী বেসরকারী সংস্থার অপ্রতুল অনুদান, অন্যদিকে গ্যাস ও ডিজেলের বার্ষিক খরচ বৃদ্ধি, সংস্থা পরিচালনার আর্থিক ঘাটতি ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিচ্ছে । স্বামী বিবেকানন্দের দেড়শত জন্মশতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে ২০১১ সালে **গদাধর প্রকল্প** চালু করেন । গরিব, দীন মজুরের ২১৬ জন সন্তান [সব– ই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের] বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধা, বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, টিফিন ইত্যাদি পাচ্ছিল। কিন্তু ২০১৫ সাল থেকে যে কোনও কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনুদান বন্ধ হয়। ফলে বালকাশ্রমকেই এই বিপুল খরচ বহন করতে হচ্ছে, যার পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। এছাড়াও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ৬০ টি ছেলের জন্য বিদ্যালয় ও মেয়েদের উন্নতি ও সেবাকার্যেও রয়েছে ভালো রকম খরচ । রয়েছে অন্নপূর্ণা প্রকল্প, যা শারীরিক ভাবে অক্ষম, স্থবির বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য বিনাব্যয়ে মধ্যাহ্নভোজন এবং রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে ।

অনাথদের মধ্যেও কম মেধাসম্পন্ন ছেলেরা যাতে হাতের কাজ শিখে পরবর্তীকালে জীবন নির্বাহ করতে পারে, তার জন্য হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । তার জন্যেও খরচ ৩ লক্ষ টাকার মতো ।

এ অবস্থায়, অনাথ, দুঃস্থ, সহায়হীন বালকদের পাশে দাঁড়ানো সকলের উচিত। কারণ সকলের সাহায্য ছাড়া এই পরিকাঠামো এবং প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় । টাকার অভাবে এই সব সহায়হীন ছেলেদের পড়াশুনা এবং বেঁচে থাকা ব্যাহত হলে, তা সমাজের কাছেই লজ্জার বিষয় । তাই সাধারণ মানুষ যদি এদের সাহায্য করতে চান, তাঁরা সাহায্য করতে পারেন ।

যেখানে রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া তাদের এই প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেখানে সামান্য কিছু টাকার অভাবে এই মহতী প্রকল্পগুলি থেমে যাবে, তা নিশ্চয় বাঞ্ছিত নয় । কারণ সবকটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত দলিত এবং সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েরা যেমন, তেমন আছে প্রান্তিক এবং পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়েরাও । এই সব ছেলেদের পাশে দাঁড়ালে, আগামী দিনে এরাই হয়ে উঠতে পারে দেশের মেরুদণ্ড । আর তাই দান বা অন্যান্য যা কিছুর মাধ্যমে সবাই এগিয়ে আসুন রহড়ায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের পাশে । ঐতিহ্যসম্পন্ন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামাজিক এই প্রকল্পগুলি যেন বন্ধ হয়ে না যায়, তা দেখার দায়িত্ব যেমন আমাদের, তেমন জনগণেরও । আপনারা অনুগ্রহ করে বালকাশ্রমে আসুন ।

যোগাযোগ – Swami Jayananda, Secretary, Ramakrishna Mission Boys' Home,
P.O. Rahara,
Kolkata – 700 118, (Ph.) (033) 2523 7666, (033) 25682850;
e-mail : rahara@rkmm.org

দান – চেক্/ড্রাফট্ NEFT/RTGS করে পাঠাইতে পারেন ।
"Ramakrishna Mission Boys' Home"
State Bank of India, Rahara Branch, A/C. No. 30841280226,
IFSC Code : SBIN0012364
অনুগ্রহ পূর্বক আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানা e-mail / চিঠি দিয়ে জানান । PAN No. জানাতে হবে ।
যে কোনও দান আয়কর আইনের 80G(5)(vi) ধারা অনুযায়ী আয়কর মুক্ত ।